দৈনিক ইত্তেফাক

JAN. 06 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

সার্ককে অর্থবহ করতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ৮ দফা প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন —এএফপি

বিশেষ সংবাদদাতা, কাঠমণ্ডু থেকে ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সার্ক-কে একটি সক্রিয় ও কার্যকর সহযোগিতা সমিতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আটদফা প্রস্তাব দিয়েছেন। সার্ক-এর ১১তম শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল শনিবার সকালে বলেন, আর সময়ের অপচয় করা ঠিক নয়। আমাদের নেয়া সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আঞ্চলিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি চুক্তির প্রস্তাব দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির নতুন ধ্যান-ধারণাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। দক্ষিণ এশীয় চিন্তাবিদদের বিভিন্ন জরিপ কার্যক্রমকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, দক্ষিণ

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

সার্ক-কে অর্থবহ

(প্রথম পৃঃ পর)

এশিয়ার স্বল্পউন্নত দেশগুলোর জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলারের একটি বিশেষ তহবিল অবিলম্বে গঠন করতে হবে। তিনি দক্ষিণ এশিয়া উন্নয়ন তহবিলকে কার্যকর করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বল্পউন্নত সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া অন্যা প্রস্তাবগুলো হচ্ছেঃ পরিবেশ বিষয়ে সার্ক-এর নেয়া পরিবেশ মন্ত্রীদের মালে কর্মপরিকল্পনা ও জরিপ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা, সময়ের অপচয় না করে দারিদ্র্য বিমোচনে সার্ক-এর প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়ন করা, শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আমাদের কোন দেশই একাকী বাস করতে পারবে না। কারণ, একেঅন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই সার্ক-কে এ অঞ্চলের সত্যিকার অর্থেই শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের পেশাদার কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত কিউ এএমএ রহিমকে সার্ক-এর মহাসচিব নিযুক্ত হওয়ায় অভিনন্দন জানান এবং বিদায়ী মহাসচিব শ্রীলংকার নিহাল রডরিগোকে তাঁর দায়িত্বকালীন সার্ভিসের জন্য ধন্যবাদ জানান।

দারিদ্র্য বিমোচন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পূর্বের 'ডাল-ভাত' কর্মসূচীর বিষয় টেনে বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা, ন্যূনতম শিক্ষা, নারী শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটা পরিষ্কার যে, কোন দেশই বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে পারে না। তিনি বলেন, টেকসই প্রবৃদ্ধি, সংস্কার ও উন্নয়নের মধ্যে আমাদের সবার প্রকৃত নিরাপত্তা নিহিত এবং এ উদ্দেশ্যেই সার্ক গঠিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের হৃদয়ে সার্কের বিশেষ স্থান রয়েছে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান স্থপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ক গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন, সম্ভাব্য অর্জনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া, সম্ভব সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত এবং বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এমন সব বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়ার মধ্যে সার্ক-এর শক্তি নিহিত।

নেপাল প্রধানমন্ত্রীর নৈশভোজে খালেদা জিয়া

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত রাতে এক হোটেলে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সফররত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা প্রদত্ত এক নৈশভোজে যোগদান করেন।